ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 982-991
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.314

ন্যায়-বৈশেষিক গুণতত্ত্বে রূপরসাদি, পৃথক্ত্ব ও পরত্বাপরত্ব: *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ

সুদীপ্ত মণ্ডল, *গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The sovereign of imagination and the crown jewel of logic, Raghunatha Shiromani, in his immortal work *Padārthatattvanirūpaṇa*, analyzed and established the doctrine of categories (padārthatattva) with the brilliance of an independent philosophical genius. A close and profound study of the text reveals that, among the various ontological doctrines formulated by the ancient philosophers of the Nyāya and Vaiśeṣika systems through extensive inquiry, Raghunatha accepted only those views that satisfied the rigorous standards of his subtle intellect and irrefutable logic. Conversely, those traditional conclusions that appeared to him logically weak or philosophically untenable were boldly refuted, even if they had long been upheld within the established tradition. In their place, he firmly articulated and defended his own independent, coherent, and carefully reasoned positions. *Padārthatattvanirūpaṇa* stands as a jewel among Raghunatha's works. The treatise is systematically structured and firmly grounded upon the harmonious integration of valid means of knowledge (pramāṇa) and logical reasoning (tarka). Shiromani was a philosopher of mature intellect who possessed unwavering confidence in his own intellectual and analytical powers. In this work, his innovative imagination, penetrating analytical capacity, and distinctive philosophical originality often expressed in contrast to earlier authorities reach their fullest expression. His fresh perspective infused the Navya-Nyāya community with renewed vigor and creative enthusiasm. The renowned logicians of Nabadwip, inspired by his example, devoted themselves to the subtle formulation and systematic recording of ever-new theories and arguments. In the present research paper, a sincere attempt has been made to offer a concise yet focused discussion, in the light of *Padārthatattvanirūpaṇa*, of certain qualities (guṇa) such as colour and taste (rūpa, rasa, etc.), as well as separateness/distinctness (pṛthaktva), remoteness (paratva), and nearness/ proximity (aparatva).

Keywords: Colour, Taste, Separateness, Remoteness, Nearness, Nyāya–Vaiśeṣika, *Padārthatattvanirūpaṇa*

তার্কিক শিরোমণি শ্রীরঘুনাথ তাঁর *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে স্বতন্ত্ররূপে পদার্থের বিবেচন করেছেন। এই গ্রন্থটি ন্যায়বৈশেষিক প্রস্থানের অন্তর্গত হলেও কেবলমাত্র প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিকসম্মত পদার্থসমূহই এটিতে পর্যালোচিত হয়নি। কিছু বিশেষ স্থলে ন্যায়বৈশেষিক মতবিরুদ্ধ এবং মীমাংসকদের অনুমত পদার্থ স্বীকার করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। রঘুনাথ বৈশেষিক দর্শনের সপ্তপদার্থবাদের পরীক্ষা এবং ন্যায়শাস্ত্রের কতিপয়স্থলের সমীক্ষা

সূত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গ্রন্থের বিষয়সমূহ শিরোমণির স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার মূর্ত বিকাশরূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এই গ্রন্থেই পূর্বাচার্যদের মতের বিপরীতে তাঁর অভিনব কল্পনা, বিশ্লেষণক্ষমতা ও দার্শনিক স্বাতন্ত্র্যের চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষিত হয়। তাঁর এই নবদৃষ্টিভঙ্গি নব্যন্যায়সমাজে এক নব উদ্যম ও সৃজনোচ্ছ্বাসের সঞ্চার করেছিল; নবদ্বীপের প্রখ্যাত নৈয়ায়িকগণ তাঁর অনুকরণে নিত্যনতুন তত্ত্ব ও তর্কের সূক্ষ্ম উদ্ভাবন ও লিপিবদ্ধকরণে আত্মনিয়োগ করেন।

মহর্ষি কণাদ তাঁর *বৈশেষিকসূত্রে* বলেছেন—

> "রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।"[১]

অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন— গুণ পদার্থের অন্তর্গত। গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব্দ— এই গুণগুলি সূত্রে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়নি; কিন্তু পরে এগুলোকেও গুণের মধ্যে গ্রহণ করা হবে। সেজন্য শ্রীশঙ্করমিশ্র কৃত *উপস্কার*-টীকায় বলা হয়েছে—

> "চকারেণ গুরুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারধর্মাধর্মশব্দান্ সমুচ্চিনোতি তে হি প্রসিদ্ধগুণভাবা এবেতি কণ্ঠতো নোক্তাঃ।"[২]

বৈশেষিকমতে রূপ সাত প্রকার— শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র। এই সাতপ্রকারই রূপ স্বীকৃত হলেও এইরূপগুলির অনেক অবান্তর ভেদ আছে। ন্যায়বৈশেষিকাচার্য্যগণ নীলরূপ ও কৃষ্ণরূপকে অভিন্ন মনে করেন। রসশাস্ত্রে নীল ও শ্যাম ভিন্নভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বীভৎসরসকে নীল ও শৃঙ্গাররসকে শ্যাম বলা হয়েছে। কবিবৃন্দও ঐ দুটিকে অর্থাৎ নীল ও শ্যামকে ভিন্ন বলেই বর্ণনা করেন। অন্ধকারকে বা তেজের অভাবে প্রতীয়মান রূপকে নীল বা কৃষ্ণ বলা হয়েছে। নীলরূপ ও কৃষ্ণরূপকে অভিন্ন বললেও তাদের তারতম্য অনস্বীকার্য। স্থূলভাবে রূপকে সাতপ্রকার বলা হয়েছে। আবার এই রূপগুলোকে উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত— এই ভেদে প্রত্যেকটিকে দ্বিবিধ বলা হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়, যে যে গুণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয়ই অবশ্যই ঐ গুণগুলোর আশ্রয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয় থেকে রূপের প্রত্যক্ষ জন্মায়; তাই তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষু রূপের আশ্রয়। একইভাবে পার্থিবেন্দ্রিয় ঘ্রাণের মাধ্যমে গন্ধ গ্রহণ করা হয়; সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক ইন্দ্রিয় এবং সেটিই গন্ধের আশ্রয়। আরও বলা হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্বনিবন্ধন তার রূপবত্তার কারণেই নির্ধারিত। তদ্রূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের মহৎ পরিমাণও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। রূপবিশিষ্ট ঘট ইত্যাদির যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তেমনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলোরও কি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত নয়? এর উত্তরে প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায় বলেন, রূপমাত্র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ নয়। বরং উদ্ভূতরূপ বা উদ্ভূত রূপবিশিষ্ট দ্রব্যই লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রাণেন্দ্রিয় বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গে লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উপযোগী উদ্ভূতরূপ না থাকায়, সেগুলোর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। নীল, পীত প্রভৃতি রূপে যে উদ্ভূতত্ব বা অনুদ্ভূতত্ব ধর্ম ধরা হয়, তার প্রকৃত স্বরূপ কী? এগুলো কি রূপত্বের ব্যাপ্য কোনও জাতিবিশেষ, না কি উপাধিবিশেষ? এই দুই কল্পনার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ উদ্ভূতত্ব ও অনুদ্ভূতত্বকে জাতিবিশেষ বলা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আচার্য উদয়ন ছয় প্রকার জাতিবাধকের কথা বলেছেন; তার মধ্যে সাঙ্কর্য একটি প্রধান জাতি-বাধক। কোনও ধর্ম যদি অন্য একটি ধর্মের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হয়, তবে সেই সঙ্কীর্ণ ধর্মকে আর জাতি বলা যায় না। উদ্ভূতত্ব ও অনুদ্ভূতত্বও নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতি জাতির দ্বারা সঙ্কীর্ণ; অতএব এদের কোনওটিই জাতি হতে পারে না। কেউ যদি বলেন সকল নীল, পীতাদি রূপে অনুগত যে উদ্ভূতত্ব, তা সাঙ্কর্যদোষের কারণে জাতি না হলেও, সকল রূপগত একটি সাধারণ জাতি

স্বীকার না করে শুক্লত্ব, নীলত্ব প্রভৃতি জাতির ব্যাপ্য নানা উদ্ভূতত্ব ধরা যেতে পারে তবুও এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যদি শুক্লত্বাদির ব্যাপ্য বহু উদ্ভূতত্বকে জাতি হিসেবে মানা হয়, তবে সেই উদ্ভূতত্বজাতিকে সামনে রেখে উদ্ভূত রূপের সঙ্গে দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষের কার্য-কারণভাব স্থাপন করা যাবে না। কার্য-কারণভাব তখনই সিদ্ধ হয়, যখন কারণে কার্যের অন্বয় ও ব্যতিরেকগ্রহ থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কোনও বিশেষ উদ্ভূত রূপ অনুপস্থিত থাকলেও অন্য উদ্ভূত রূপ থেকে সেই দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। অতএব কোনও নির্দিষ্ট উদ্ভূতরূপ না থাকলেও যদি দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষরূপ কার্য ঘটে, তবে কারণের ব্যতিরেক সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি ঘটে এতে ব্যতিরেকব্যভিচার জন্মায়। আর এই ব্যতিরেকব্যভিচারের জ্ঞান কার্যকারণভাবগ্রহের প্রতিবন্ধক। তাই এমন উদ্ভূতত্বজাতি মানলে কোনও নির্দিষ্ট উদ্ভূতরূপের কারণতা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন— নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতির ব্যাপ্য যে নানা অনুদ্ভূতত্ব জাতি, তা স্বীকার করতে হবে। আর যে অনুদ্ভূতত্বজাতি ধরা হয়, তার অভাবসমষ্টিকেই উদ্ভূতত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে অনুদ্ভূতত্বের অভাবসমষ্টিরূপ যে উদ্ভূতত্ব, তাকে সামনে রেখে শুক্ল, নীল, পীত প্রভৃতি উদ্ভূত-রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ নির্ধারণ করলে পূর্বে আশঙ্কিত কোনও দোষ আর থাকে না। এইভাবে উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি স্বীকার করলে লৌকিক বিষয়তার ক্ষেত্রে রূপের প্রত্যক্ষে উদ্ভূত রূপের কারণতা এবং স্পর্শের প্রত্যক্ষে উদ্ভূত স্পর্শের কারণতা প্রভৃতি যথাযথভাবে স্থাপন করা সম্ভব হয়। কিন্তু রঘুনাথ অনুদ্ভূত রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি মানতে চান না। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে রঘুনাথ বলেছেন—

> "রূপাদীনাং চ নেন্দ্রিয়গ্রহণাযোগ্যত্বম্। বায়্বাদৌ রূপং নাস্তীতি সার্বলৌকিকপ্রত্যয়াত্। অন্যথা অতীন্দ্রিয়-প্রতিযোগিত্বেন পিশাচাত্যন্তাভাবস্যেব তৎসামাণ্যাভাবস্যাপ্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। অতীন্দ্রিয়ানন্তস্পর্শকোটিকল্পনা-মপেক্ষ্য লাঘবাৎ মূর্ত্তত্বেনৈব দ্রব্যসমবায়িকারণত্বম্। মূর্ত্তত্বং তু স্পন্দসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকো জাতিবিশেষঃ। ভূতত্বমপি তদেব। সমবেতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণববৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বং তদিত্যপি কেচিত্। অন্ত্যাবয়বিনিরাসস্তু আবয়োঃ সমানঃ।"[৩]

রঘুনাথের বক্তব্য হল— চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতীত, অর্থাৎ যা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, এমন অযোগ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ নয়। বরং যদি অতীন্দ্রিয় রূপ, রস ইত্যাদি স্বীকার করা হয়, তাহলে যেমন পিশাচ প্রভৃতির অভাব অতীন্দ্রিয় প্রতিযোগী হওয়ায় লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, তেমনি বায়ু প্রভৃতিতেও রূপসামান্যাভাব লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হতে পারবে না। কারণ, অভাবনিষ্ঠ লৌকিক বিষয়তার ক্ষেত্রে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জন্য স্বপ্রতিযোগিতাকত্বসম্বন্ধে যোগ্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীসামান্যই কারণ। এই কার্যকারণভাবের ভিত্তিতে রূপসামান্যভাবের চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; কারণ রূপসামান্যের অন্তর্ভুক্ত অতীন্দ্রিয় রূপও সেখানে প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন রচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> "ননু বহিরিন্দ্রিয়স্য গ্রাহ্যজাতীয়বিশেষগুণবত্ত্বত্বনিয়মাচ্চক্ষুরাদেরতীন্দ্রিয়ং রূপং স্যাত্। ন স্যাত্ অপ্রয়োজকত্বাৎ। বায়্বাদাবিতি। আদিনা জলাদিসংগ্রহঃ। রূপং নাস্তীত্যুপলক্ষণং জলে গন্ধো নাস্তীতি বোধ্যম্। অন্যথা রূপাদেরতীন্দ্রিয়ত্বে। নন্বতীন্দ্রিয়প্রতিযোগিকত্বেঽপি পিশাচাদিভেদবত্তস্যৈন্দ্রিয়কত্বমস্তু ফলানুরোধিত্বাৎ কল্পনায়াঃ। যোগ্যানুপলব্ধেরগ্রে নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ ইতি চেত্, সত্যম্। যদি বায়্বাদৌ রূপাদ্যভাবশশক্যনির্ণয়ঃ স্যাৎ, তদেব তু নাস্তি। চক্ষুরাদিবদনুদ্ভূতরূপস্যাপি তত্র সম্ভবাত্। বায্বাদৌ নীরূপত্বপ্রত্যয়ো ভ্রান্ত এব স্যাত্। তত্র সাধকাভাব ইতি চেত্, প্রকৃতেঽপি দীয়তাং দৃষ্টিঃ। দ্রব্যত্বাদেরিব তেজস্ত্বাদেরপ্যকিঞ্চিৎকরত্বাৎ।"[৪]

প্রাচীন মতে রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি কখনও প্রত্যক্ষযোগ্য, কখনও প্রত্যক্ষের অযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ উদ্ভূতরূপ, উদ্ভূতরস, উদ্ভূতগন্ধ এবং উদ্ভূতস্পর্শ লৌকিক প্রত্যক্ষগোচর; কিন্তু অনুদ্ভূত রূপ, অনুদ্ভূত রস, অনুদ্ভূত গন্ধ ও অনুদ্ভূত স্পর্শ— চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট থাকিলেও প্রত্যক্ষযোগ্য হয় না। এই প্রাচীন মতসিদ্ধ অনূদ্ভূত রূপ, রস প্রভৃতি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রঘুনাথ বলছেন যে চক্ষুঃ, রসনা ও ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অযোগ্য রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি স্বীকৃত নয়; অতএব অনূদ্ভূত রূপ, রস প্রভৃতি স্বীকারযোগ্য নয়। নবীন মতে সমবেত দ্রব্যের প্রতি মূর্তত্বে অবয়ব দ্রব্যের যে সমবায়িকারণতা স্বীকৃত, উক্ত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক মূর্তত্ব পদার্থটি কী? যদি 'অবচ্ছিন্ন পরিমাণবত্ত্ব' মূর্তত্বের স্বরূপরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে অনন্ত পরিমাণকেও পূর্বোক্ত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক স্বীকার করতে হয়। তা হলে বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত স্পর্শবত্বে দ্রব্যগত সমবায়িকারণতা কল্পনা করে অতীন্দ্রিয় স্পর্শসমূহকেও তদ্রূপ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বলা যাবে না কেন— এই প্রশ্ন দেখা দেয়। এই প্রশ্নের সমাধানার্থে রঘুনাথ বলেন— 'মূর্তত্ব' স্পন্দের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক জাতিবিশেষ। অর্থাৎ 'মূর্তত্ব' অবচ্ছিন্ন পরিমাণবত্ত্ব নয়; বরং এটি এক জাতি বিশেষ। উক্ত মূর্তত্ব জাতি স্পন্দ-সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকত্বরূপ হেতু দ্বারা সিদ্ধ। ভূতত্ব ও মূর্তত্ব অভিন্ন; অর্থাৎ মূর্তত্ব অপেক্ষা ভূতত্ব অতিরিক্ত কোনো পদার্থ নয়। মতান্তর প্রদর্শনের জন্য রঘুনাথ আরও বলেন— সমবেত ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা গৃহীত যে গুণসমূহ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি), তাদৃশ গুণবৃত্তিযুক্ত যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতিবিশেষ, তাকেই মূর্তত্ব বলা উচিত— এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ভূত ও মূর্ত্তপদের তদ্রূপ উপাধিরূপ শক্যতাবচ্ছেদক (প্রবৃত্তিনিমিত্ত) কল্পনা করলে অনাবশ্যক গৌরব স্বীকার করতে হয়। অতএব উক্ত উপাধি কল্পনা না করে ভূতপদার্থকেই মূর্ত্ত পদার্থগত একটি জাতি স্বীকার করাই সমীচীন— ইহাই রঘুনাথের বক্তব্য। এই জন্য রঘুনাথের সিদ্ধান্ত— কোনও অতীন্দ্রিয় রূপ, রস, স্পর্শ বা গন্ধ কল্পনা করা যায় না। যদি তা কল্পনা করা হয়, তবে "বায়ৌ রূপং নাস্তি"— এই সর্বানুভবসিদ্ধ প্রতীতিরই অপলাপ ঘটে। এখানে আপত্তি তোলা যেতে পারে— রঘুনাথ যদি অতীন্দ্রিয় অনুদ্ভূত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ স্বীকার না করেন, তাহলে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ চক্ষুঃস্বরূপ যে অবয়বী দ্রব্য, তার অন্তর্গত স্পর্শের ক্ষেত্রে অবয়বগত অনুদ্ভূত স্পর্শকে কারণ হিসেবে ধরা যাবে না। আবার গগন প্রভৃতি স্পর্শশূন্য দ্রব্যে দ্রব্যারম্ভকত্ব নিবারণের জন্য, জন্য-দ্রব্যের প্রতি স্পর্শবৎ দ্রব্যত্বে সমবায়ী কারণতা মানতে হবে। ফলে যদি অনুদ্ভূত স্পর্শ স্বীকার না করা হয়, তাহলে অবয়বী চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে চক্ষুর অবয়বকে সমবায়িকারণ বলা সম্ভব হবে না। সুতরাং উক্ত কার্যকারণভাব রক্ষার জন্য অনুদ্ভূত, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় স্পর্শ স্বীকার করা বাধ্যতামূলক বলে মনে হতে পারে। এই আশঙ্কার জবাবে রঘুনাথ বলেন— এভাবে কার্যকারণভাব বজায় রাখতে গেলে অসংখ্য অতীন্দ্রিয় স্পর্শব্যক্তি স্বীকার করতে হয়, যা মহাগৌরবের কারণ হবে। তাই লাঘবের দিক বিবেচনা করে জন্যদ্রব্যের প্রতি মূর্তত্ব ধর্মে অবয়ব দ্রব্যের কারণতা কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব অতীন্দ্রিয় অনুদ্ভূত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এখন রঘুনাথের এই সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কেউ কেউ বলেন, মূর্তত্ব ধর্ম হল পরিচ্ছিন্ন পরিমাণের আশ্রয়ত্ব; আবার কারও মতে এটি ক্রিয়াশ্রয়ত্ব। যদি এমন ধরা হয়, তবে পরিমাণ বা ক্রিয়ার ভেদ অনুসারে অবয়বদ্রব্যের কারণতা কল্পনা করতে গেলে কার্যকারণভাবের ভিন্নতা ধরতে হবে— ফলে কল্পনাগৌরব এড়ানো যাবে না। এর উত্তরে রঘুনাথের বক্তব্য— মূর্তত্ব পরিচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্ব বা ক্রিয়াশ্রয়ত্ব নয়; বরং এটি একটি জাতিবিশেষ। অতএব অবয়বী দ্রব্যমাত্রের ক্ষেত্রে মূর্তত্বরূপ জাতিবিশেষে অবয়বদ্রব্যের কারণতা স্থাপন করতে হবে। ফলে এখানে কোনও প্রকার গৌরবের আশঙ্কা থাকে না। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীরঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার বিরচিত টীকায় বলা হয়েছে—

"অন্যথা চাক্ষুষাদিকং প্রতি চাক্ষুষবিষয়ান্যত্বাদিনা প্রতিবন্ধকত্বাদেব নীরূপাদীনাং চাক্ষুষবারণোপপত্তৌ রূপাদিমহত্ত্বাদিহেতুতাবিলয়প্রসঙ্গাৎ। অন্যত্র চ বহুতরকারণতাবিলয়প্রসঙ্গাদিতি চেত্, ন। অনায়ত্যাঘটত্বাদিনা বিশিষ্য প্রতিবন্ধকতায়াঃ স্বীকারাত্। অথবা জন্যদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি বিজাতীয়ৈকত্ববত্ত্বেনৈব হেতুত্বমভ্যুপেয়তে। অন্ত্যাবয়বিনামেকত্বে তাদৃশবৈজাত্যানভ্যুপগমাদেব ন তত্র দ্রব্যোৎপাদাপত্তিরিতি। প্রাগভাববিরহেণ ন দ্রব্যোৎপাদ ইত্যন্যে। বস্তুতস্তু বিজাতীয়সংযোগরূপাসমবায়ি-কারণবিরহাদেব ন তত্র দ্রব্যোৎপাদ ইতি সমীচীনম্।"[৫]

রঘুনাথ আকাশ ও মন পদার্থ খণ্ডন করায় ভূতত্ব ও মূর্তত্ব— উভয়ই কেবল পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুতে বর্তমান; ফলে এরা সমনিয়ত হয়েছে। এই কারণেই তিনি ভূতত্ব ও মূর্তত্বকে অভিন্ন জাতি বলেছেন। সমনিয়ত হওয়ায় এখানে সাঙ্কর্যদোষের আশঙ্কাও দূর হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে পৃথক্ত্ব একটি স্বতন্ত্র গুণ। পৃথক্ত্ব সামান্য গুণ, সকল দ্রব্যেই থাকে। 'ইদম্ অস্মাৎ পৃথক্'— এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হতে পৃথক্ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পৃথক্ত্ব বলা হয়। পৃথক্ত্ব দুই প্রকার— একপৃথক্ত্ব ও দ্বিপৃথক্ত্ব আদি। নিত্যদ্রব্যে স্থিত একপৃথক্ত্ব নিত্য। অনিত্য দ্রব্যে স্থিত একপৃথক্ত্ব অনিত্য। দ্বিপৃথক্ত্ব আদি সকল পৃথক্ত্বই অনিত্য। পৃথক্ত্বগুণের বোধ বা ব্যবহার ঘটতে গেলে পৃথক্ত্ববোধক পদের পূর্বে অবধিত্ববোধক পঞ্চমী-বিভক্ত্যন্ত পদ আবশ্যক। যেমন 'ইদমস্মাৎ পৃথক্' এরূপ ব্যবহারে দ্রব্যবিশেষগত পৃথক্ত্বের বোধ হয়। এই কারণে পৃথক্-ব্যবহারের অসাধারণ কারণত্বকেই পৃথক্ত্বের লক্ষণ বলা হয়। একত্ব, দ্বিত্ব সংখ্যার ন্যায় একপৃথক্ত্ব, দ্বিপৃথক্ত্ব প্রভৃতিও প্রাচীনসম্মত। প্রাচীনগণ আরও বলেন— পৃথক্ত্ব অন্যোন্যাভাব নয়। কারণ 'ইদমস্মাৎ পৃথক্' ও 'ইদমিদং ন ভবতি'— এই দুই প্রতীতির বৈলক্ষণ্য আছে; অতএব পৃথক্ত্ব ও অন্যোন্যাভাব অভিন্ন নয়। যদি উভয়কে সমার্থক ধরা হয়, তবে 'ইদমস্মাৎ পৃথক্' স্থলে যেরূপ অবধিত্ববোধক পঞ্চমীবিভক্তি প্রয়োজন, নঞ্-প্রয়োগস্থলেও ('ইদমস্মাদ্ ন') সেরূপ পঞ্চমীবিভক্তির আপত্তি উপস্থিত হবে। অতএব পৃথক্ত্ব অন্যোন্যাভাব নয়; বরং চতুর্বিংশতি গুণের অন্তর্গত স্বতন্ত্র গুণ। এই প্রাচীনসম্মত পৃথক্ত্বগুণ খণ্ডন করতে রঘুনাথ বলেন— পৃথক্ত্ব গুণান্তর নয়। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে রঘুনাথ বলেছেন—

> "পৃথক্ত্বমপি ন গুণান্তরম্। অন্যোঽন্যাভাবাদেব পৃথক্ত্বব্যবহারোপপত্তেঃ। পৃথক্ত্বপ্রতীতিস্তু ন সাবধিকত্বাবলম্বনা, মানাভাবাত্। ঘটাৎ পটঃ পৃথক্ ইতরোঽন্যো ভিন্নোঽর্থান্তরমিত্যাদৌ চ তত্তচ্ছব্দবিশেষপ্রয়োগে পঞ্চম্যানুশাসনিকী।"[৬]

'ঘট পট হতে পৃথক্'— এই প্রতীতিতে ঘটাংশে যে পৃথক্ত্ব বিশেষণরূপে প্রতীয়মান, তা প্রমাণসিদ্ধ নয়; অতএব গুণবিশেষ বলে মান্য নয়। এখন প্রশ্ন— 'পৃথক্ত্ব' কোন পদার্থের অন্তর্গত? রঘুনাথের উত্তর— পৃথক্ত্ব অন্যোন্যাভাবেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব পৃথক্-ব্যবহার অন্যোন্যাভাব হতেই উপপন্ন। আবার আশঙ্কা হতে পারে— পৃথক্ত্বে সাবধিত্ব থাকায় ইহা অভাব নয়; অতএব পৃথক্ত্বে অন্যোন্যাভাবত্বের অভাব প্রমাণিত। রঘুনাথ বলেন— পৃথক্ত্ব-ব্যবহারের জন্য সাবধিত্ব অপরিহার্য— এমন প্রমাণ নেই। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন রচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> "ন গুণান্তরমিতি। 'ঘটাদ্ পটঃ পৃথগিতি' প্রতীতৌ পটাংশে প্রকারীভূতঃ পটত্বাতিরিক্তো ধর্মঃ, 'পটো ন ঘট' ইত্যত্র প্রকারীভূততাদৃশধর্মাতিরিক্তো ন বেতি বিপ্রতিপত্তিঃ। নন্বন্যোঽন্যাভাবস্য ন সাবধিত্বম্ অপি তু সপ্রতিযোগিকত্বম্। পৃথক্ত্বস্য তু বৈপরীত্যম্, তৎকথং তয়োরভেদ ইত্যত আহ— পৃথক্ত্বপ্রতীতিব্যবহার ইতি।"[৭]

প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে, যে প্রতীতি পৃথক ব্যবহারের উপযোগী, সেখানে অবধিত্ববোধক পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত পদের একটি নিয়মিত প্রত্যাশা থাকে। তাই তাঁরা মনে করেন, অন্যোন্যাভাব দিয়ে পৃথকত্বের ব্যবহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু রঘুনাথ এই সিদ্ধান্ত মানেন না। তাঁর মতে, পৃথক্ত্বের প্রতীতি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্র পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত পদের অবধিত্বের প্রত্যাশা থাকবে— এ কথা ঠিক নয়। যেমন— ‘ঘটাৎ পটঃ পৃথক্’— এখানে পঞ্চমী-বিভক্তির ব্যবহার আছে। কিন্তু ‘ঘটাদিতরঃ পটঃ’, ‘ঘটাদন্যঃ পটঃ’, ‘ঘটাদ্ভিন্নঃ পটঃ’, ‘ঘটাদর্থান্তরঃ পটঃ’— এই সকল ক্ষেত্রেও অন্ত, অন্য, ভিন্ন, অর্থান্তর প্রভৃতি অন্যোন্যাভাববোধক শব্দের সঙ্গে পঞ্চমী-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব যেখানে ‘অন্য’, ‘ভিন্ন’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেখানে যেমন অন্যোন্যাভাববিশিষ্ট অর্থই বোঝানো হয়, তেমনি ‘ঘটাৎ পটঃ পৃথক্’— এই ব্যবহারে ‘পৃথক্’ শব্দটিও অন্যোন্যাভাববিশিষ্ট অর্থই নির্দেশ করে। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীরঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার বিরচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> “পৃথক্ত্বস্য গুণত্বং নিরাকরোতি — পৃথক্ত্বমপীত্যাদি। ‘ঘটাৎ পটঃ পৃথগি’তি প্রতীতিপ্রকারোঽপি গুণপদবাচ্যো নেত্যর্থঃ। প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। যত্তু ন গুণান্তরমিত্যস্য গুণত্বজাত্যভাববদিত্যর্থ ইতি, তন্ন। গুণত্বে জাতিত্বস্যাগ্রে নিরাকর্তব্যতয়া তথা ব্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। ননু পৃথগ্ব্যবহারবিষয়স্য অন্যত্র কুত্রাপ্যন্তর্ভাবা-সম্ভবেনান্যথানুপপত্ত্যা গুণপদবাচ্যতাভ্যুপগম আবশ্যক ইত্যত আহ — অন্যোন্যেতি।”[৮]

পরত্ব ও অপরত্ব— এই দুটি গুণ ন্যায়বৈশেষিক মতে স্বীকৃত। পরত্ব, অপরত্ব এই দুটি গুণ পরস্পরসাপেক্ষ। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননভট্টাচার্য *ভাষাপরিচ্ছেদে* বলেছেন —

> “পরত্বঞ্চাপরত্বঞ্চ দ্বিবিধং পরিকীর্তিতম্।
> দৈশিকং কালিকঞ্চাপি, মূর্ত এব তু দৈশিকম্॥
> পরত্বং, মূর্তসংযোগভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ।
> অপরত্বং তদল্পত্ববুদ্ধিতঃ স্যাদিতীরিতম্॥
> তয়োরসমবায়ী তু দিক্‌সংযোগস্তদাশ্রয়ে।
> দিবাকর পরিস্পন্দভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ॥
> পরত্বমপরত্বন্তু তদীয়াল্পত্ববুদ্ধিতঃ।
> অত্র ত্বসমবায়ী স্যাৎ সংযোগঃ কালপিণ্ডয়োঃ॥”[৯]

অর্থাৎ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব কেবল মূর্ত দ্রব্যেই অবস্থিত। বিভু দ্রব্যে দিক্‌সংযোগরূপ অসমবায়িকারণত্ব উপপন্ন না হওয়ায় ‘পরত্ব’ ও ‘অপরত্ব’ মূর্ত দ্রব্যেরই গুণরূপে স্বীকৃত। মূর্ত দ্রব্যের অধিক সংযোগের আনন্তর্যজ্ঞান থেকে দৈশিক পরত্বের উদ্ভব ঘটে এবং স্বল্পতর মূর্তদ্রব্যসংযোগান্তরিত্বের জ্ঞান থেকে অপরত্বের উৎপত্তি হয়। কারিকার ‘মূর্তসংযোগভূয়স্ত্বজ্ঞানতঃ’ ও ‘তদল্পত্ববুদ্ধিতঃ’— এই দুই পদ দ্বারা যথাক্রমে ‘পরত্ব’ ও ‘অপরত্ব’ এর উৎপত্তির এই প্রক্রিয়াই ব্যাখ্যাত হয়েছে। পরত্ব ও অপরত্ব সংক্রান্ত শাব্দবোধে অবধিত্ব নিরূপণের উদ্দেশ্যে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে অবধি করে একই অভিমুখে অবস্থিত দুই বস্তুর মধ্যে এই পদ্ধতিতেই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপিত হয়ে থাকে। লৌকিক ভাষায় ‘দূরবর্তী’, ‘নিকটবর্তী’ প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগের ভিত্তি এই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব। দৈশিক পরত্বাপরত্বের অসমবায়ী কারণ হল— যে মূর্ত দ্রব্যে পরত্ব বা অপরত্ব অধিষ্ঠিত, তার সঙ্গে দিক্ বা দেশের সংযোগ; কারিকায় বলা হয়েছে— ‘অসমবায়ী তু দিক্-সংযোগস্তদাশ্রয়ে’। ‘দিবাকরপরিস্পন্দভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ’ বিশ্বনাথের এই কারিকায় কালিক পরত্ব ও অপরত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে যত পরিমাণ সূর্যপরিস্পন্দ

নিরূপিত হয়েছে, তার তুলনায় অধিক সূর্যপরিস্পন্দ যে বস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হয়, সেই বস্তু পর অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় জ্যেষ্ঠ; এবং যে বস্তুর ক্ষেত্রে স্বল্পতর সূর্যপরিস্পন্দ গৃহীত হয়, সেই বস্তু অপর অর্থাৎ কনিষ্ঠ। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব কার্য দ্রব্যেই উৎপন্ন হয়। দৈশিক ও কালিক পরত্বাপরত্বের বিনাশ অপেক্ষাবুদ্ধির লোপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরত্বের প্রতীতি অপরত্বের প্রতীতি না হলে হয় না এবং অপরত্বের প্রতীতি পরত্বের প্রতীতি না হলে হয় না। এই দুটি গুণ পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু ও মনে থাকে। অন্য দ্রব্যে থাকে না। পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ায় এই দুটি গুণের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বলা সম্ভব নয়। পরত্ব ও অপরত্বের উৎপত্তিতে দিক্ কারণ হয়ে বলে এই পরত্ব, অপরত্বকে দিকৃত বা দৈশিক বলা হয়। অপরত্বের উৎপত্তির কারণ সন্নিকর্ষ এবং পরত্বের উৎপত্তির কারণ সন্নিকর্ষ যথাক্রমে অল্পতরসংযুক্তসংযোগ ও বহুতরসংযুক্তসংযোগ। *দীধিতি*কার এই গুণদ্বয়কে স্বীকার করেন না। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে শিরোমণি মহাশয় বলেছেন—

> "পরত্বাপরত্বে অপি ন গুণান্তরে। বিপ্রকৃষ্টত্বসন্নিকৃষ্টত্বাভ্যাং জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বাভ্যাং চ তথাবিধব্যবহারোপপত্তেঃ। অত্রাদ্যে তৃতীয়মপেক্ষতে। অন্ত্যে তু পরস্পরাশ্রয়মিতি বিবেকঃ।"[১০]

দীধিতি-কার বলেন— পরত্ব ও অপরত্ব আলাদা কোনও গুণ নয়। বরং বিপ্রকৃষ্টত্ব, অর্থাৎ বহুতর সংযুক্তসংযোগ পরত্ব এবং সন্নিকৃষ্টত্ব অর্থাৎ অল্পতর সংযুক্তসংযোগই অপরত্ব। ফলে দৈশিক পরত্ব বা অপরত্ব সংযোগ থেকে ভিন্ন কোনও স্বতন্ত্র গুণ নয়। তেমনি জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্বও স্বতন্ত্র গুণ নয়। 'চৈত্র হতে মৈত্র *জ্যেষ্ঠ*'— এখানে চৈত্রের পূর্বকালীন উৎপন্নত্বই জ্যেষ্ঠত্ব এবং মৈত্রের উত্তরকালীন উৎপন্নত্বই কনিষ্ঠত্ব। এই জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বকেই কালিক পরত্ব ও অপরত্বের প্রতীতির বিষয় হিসেবে বুঝতে হবে— এটাই রঘুনাথের সিদ্ধান্ত।

প্রাচীন মতে কালিক ও দৈশিক ভেদে এরা দ্বিবিধ। যেমন— 'চৈত্র অপেক্ষা মৈত্র *জ্যেষ্ঠ*' এবং 'মৈত্র অপেক্ষা চৈত্র *কনিষ্ঠ*'— এই ধরনের প্রতীতিতে যে জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, ন্যায়বৈশেষিক মতে সেই জ্যেষ্ঠত্বই কালিক পরত্ব এবং কনিষ্ঠত্বই কালিক অপরত্ব। আবার— 'বঙ্গদেশ হতে পাটলিপুত্র অপেক্ষা প্রয়াগ দূরবর্তী' এবং 'বঙ্গদেশ হতে প্রয়াগ অপেক্ষা পাটলিপুত্র নিকটবর্তী'— এই প্রতীতিতে যে দূরত্ব ও নৈকট্য দেখা যায়, প্রাচীন মতে তা যথাক্রমে দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব। কালিক পরত্ব ও অপরত্বের ক্ষেত্রে একটি অসমবায়িকারণ অপরিহার্য; এবং সেই অসমবায়িকারণ সংযোগ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। একই যুক্তিতে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের ক্ষেত্রেও দিক্-পিণ্ড-সংযোগকেই অসমবায়িকারণ বলতে হবে। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন রচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> "গুণান্তরে ইতি। পরত্বাদিবুদ্ধের্বিপ্রকৃষ্টত্বাদিভিন্নবিষয়সত্ত্বে মানাভাবাত্। বিপ্রকৃষ্টত্বসন্নিকৃষ্টত্বে সংযুক্তসংযোগভূয়স্ত্বাল্পীয়স্ত্বে জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বে পূর্বকালীনজন্মত্বাপরকালীনজন্মত্বে। তদুক্তং পূর্বোৎপন্নং পরত্বং পশ্চাদুৎপন্নত্বমপরত্বমিতি। অচেতনে ঘটাদৌ জ্যেষ্ঠত্বাদিব্যবহারাভাবে প্রাণিত্বেন তদ্বিশেষণীয়ম্।"[১১]

কালিক পরত্ব ও অপরত্বের নিমিত্তকারণ হল সৌরক্রিয়ার ভূয়স্ত্ব-জ্ঞান ও অল্পীয়স্ত্ব-জ্ঞান। তেমনি দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের নিমিত্তকারণ হল বহুতর মূর্তসংযোগ-জ্ঞান ও অল্পতর মূর্তসংযোগ-জ্ঞান। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীরঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার বিরচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> "বিপ্রকৃষ্টেত্যাদি। বিপ্রকৃষ্টত্বসন্নিকৃষ্টত্বাভ্যাং বহুতরসংযুক্তসংযোগাল্পতরসংযুক্তসংযোগাভ্যামিত্যর্থঃ। তথা চ বিপ্রকৃষ্টত্বসন্নিকৃষ্টত্বয়োঃ পরাপরবুদ্ধিপ্রকারতয়া দৈশিকপরত্বাপরত্বে সংযোগাতিরিক্তগুণরূপে ন সিদ্ধ্যত ইতি ভাবঃ। জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বাভ্যাম্। তৎপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্বরূপজ্যেষ্ঠত্বতদুৎপত্তিক্ষণধ্বংসাধিকরণ-

ক্ষণোৎপত্তিকত্বরূপকনিষ্ঠত্বাভ্যাম্। তথা চ জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বয়োঃ পরাপরবুদ্ধিপ্রকারতয়া ন কালিকপরত্বে গুণরূপে সিদ্ধ্যত ইতি ভাবঃ।”[১২]

এভাবেই স্বীয় যুক্তিবলে শিরোমণি মহাশয় তাঁর *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে রূপরসাদি, পৃথক্ত্ব, পরত্ব এবং অপরত্বকে গুণপদার্থরূপে অস্বীকার করেছেন।

সংকেতসূচি:

কা. — *কারিকাবলী*

প. ত. নি. — *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*

পৃ. — পৃষ্ঠাসংখ্যা

বৈ. দ. — *বৈশেষিকদর্শন*

বৈ. সূ. — *বৈশেষিকসূত্র*

সম্পা. — সম্পাদক

উল্লেখপঞ্জি:

১. বৈ. সূ.- ১/১/৬।

২. বৈ. দ., সম্পা. অমিত ভট্টাচার্য, পৃ. ১১।

৩. প. ত. নি., সম্পা. পা. তি.গু. যতিরাজসম্পৎকুমারাচার্য, পৃ. ৪১।

৪. তদেব, পৃ. ৪১।

৫. তদেব, পৃ. ৫০।

৬. তদেব, পৃ. ৫১।

৭. তদেব, পৃ. ৫১।

৮. তদেব, পৃ. ৫১।

৯. কা.– ১২১- ১২৪।

১০. প. ত. নি., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

১১. তদেব, পৃ. ৬০।

১২. তদেব, পৃ. ৬০।

Bibliography:

1. Annaṁbhaṭṭa. *Tarkasaṁgrahaḥ* (With *Dīpikā* Commentary). Ed. Niranjanswarup Brahmachari. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (Rpt., 2005 1st Pub.).
2. Bhaṭṭācārya, Śrīmohana & Dīneśacandra Bhaṭṭācārya. *Bhāratīya Darśana Koṣa*. Kolkata: Sanskrit Collage, 1958.
3. Chatterji, Kshitish. *Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar*. Kolkata: Calcutta University Press, 1964.
4. Dāsgupta, Surendranāth. *A History of Indian Philosophy*. Vol-I. Delhi: Motilal Banarasidass, 1988.
5. Gautam. *Nyāyadarśana*. Vol- I. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2018 (6th ed., 1981 1st ed.).
6. *Ibid*. Vol- II. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2015 (3rd ed., 1984 1st ed.).
7. *Ibid*. Vol- III. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2017 (3rd ed., 1982 1st ed.).

8. *Ibid*. Vol- IV. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2015 (2nd ed., 1988 1st ed.).
9. Guha, Dinesh Chandra. *Navya Nyaya System of Logic* (Some Basic Theories & Techniques). Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1968.
10. Jhalakīkaraḥ, Bhimācāryaḥ. *Nyāyakośaḥ.* Poona: The Bhandarkar Oriental Research Institute, 1928 (3rd ed.).
11. Kaṇāda. *Vaiśeṣika Darśana*. Ed. Amit Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Dipo, 2012 (1st ed.).
12. Keśavamiśra. *Tarkabhāṣā*. Vol- I. Ed. Gangadhar Kar. Kolkata: Jadavpur University Press, 2013 (2nd ed., 2008 1st ed.).
13. Kumārila Bhaṭṭa. *Ślokavārttika.* Ed. Swami Dvarikadasa Sastri. Varanasi: Tara Publications, 1978. (1st ed.).
14. Mahāpātra, Biṣṇupada. *Nyāya-pāribhaṣika-śabdāvalī.* New Delhi: Manyata Prakashan. 2010 (1st ed.).
15. Pāṇini. *Aṣṭadhyāyī*. Ed. Tapan sankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2017 (3rd ed., 2004 1st ed.).
16. Praśastapādācārya. *Praśastapādabhāṣyam.* Vol-I. Ed. Brahmachari Medhachaitanya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2017 (1st Pub.).
17. Raghunātha Śiromaṇi. *Padārthatattvanirūpaṇa* (With the Commentaries Padārthatattvāvaloka of Śrī Viśvanātha Pañcānana Bhaṭṭācāya & *Ṭīkā* of Śrīraghudeva Nyāyālaṅkārā). Ed. P.T.G.Y Sampathkumarachar-yulu. Tirupati: Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, 2010.
18. *Ibid*. Ed. Madhusudan Bhattacharya Nyayacharya. Kolkata: Sanskrit College, 1976.
19. *Ibid*. (With the Commentaries of Raghudeva and Ramabhadra Sarbbhauma). Ed. Pandit Vindhyeswari Prasada Dvivedin. Benaras: J. Lazabus & Co Publishers, 2010.
20. *Ibid*. Ed. Karl H. Potter. Cambridge: Harvard University Press, 1957.
21. Śaṅkaramiśra. *Vaiśeṣikasūtropaskāraḥ*. Ed. Narayan Mishra. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1969.
22. Śivādityamiśra. *Saptapadārthī*. Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot., 2012 (1st ed.).
23. Tarkālarṅkāra, Jagadīśa. *Śabdaśaktiprakāśikā* (With *Kṛṣṇakāntī*, *Prabodhinī* Commentaries). Ed. Dhundhiraj Sastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1973.
24. *Ibid*. Vol- I. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1980.
25. *Ibid*. Vol- II. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1981.
26. *Ibid*. Vol- III. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1985.
27. Tarkavāgīś(a), Phaṇibhūṣaṇ(a). *Nyāya Paricaya*. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2006 (3rd Rpt., 1978 1st Print).
28. Udayana. *Ātmatattvaviveka* (With the Commentaries of *Nārāyaṇī*, *Dīdhiti* & *Bauddhādhikāra* Vivṛti). Ed. Dhundhiraj Sastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1940.
29. Uddyotakara. *Nyāyavārttikam.* Ed. Vindhyeshwari Prasad Tribedi. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1913.
30. Vācaspatimiśra. *Nyāyavārtikatātparyaṭīkā*. Ed. Rajeshwara Sastri. Benares: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1925.
31. Vallabhācārya. *Nyāyalīlāvatī* (With the Commentaries of Vardhamānopādhyāya's *Prakāśa*, Śaṅkara Miśra's *Kaṇṭhābharaṇa* and Bhagīratha Ṭhākura's *Vibṛti*). Ed.

Harihara Shastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1991 (2nd ed.).
32. Varadarāja. *Tārkikarakṣā* (With *Niṣkanṭaka* Commentary by Mallināthasūri). Ed. Vindhyeshwari Prasad Tribedi. Varanasi: 1903.
33. Vātsyāyana. *Nyāyabhāṣyam* (With *Prasannapadā* Commentary by Sudarśanacārya Śāstrī). Ed. Swami Dwarikadas Sastri. Varanasi: Bauddha Bharati, 1998.
34. Vidyabhusana, Satis Chandra. *A History of Indian Logic.* Delhi: Motilal Banarasidass, 1978.
35. Viśvanātha Nyāyapañcānan(a). *Bhāṣāparicchedaḥ.* Ed. C. Sankara Rama Sastry. Madras: Sri Balamanora Press, 1923.